যুগান্তর

তারিখ: 28 SEP 2013
পৃঃ ১ কলাম ৫

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি ধরতে অভিযান

মুশতাক আহমদ

দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১৬ ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতিতে জড়িত। মোটা দাগে আর্থিক ও প্রশাসনিক দুর্নীতির বাইরে এগুলোতে রয়েছে বড় ধরনের একাডেমিক দুর্নীতি। তাদের দুর্নীতি অনেকটাই লাগামহীন পর্যায়ে চলে গেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ইতিমধ্যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কমিটি করা হয়েছে।

ইউজিসি সূত্র জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর দুর্নীতি ও অনিয়মের মধ্যে রয়েছে— অননুমোদিত ও অবৈধ কোর্স পরিচালনা, অবৈধ ক্যাম্পাস খোলা, নামেমাত্র শিক্ষাদান, পরীক্ষা-দুর্নীতি, পরীক্ষায় পাসহারে নকল, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নানা খাতে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকা বানানোর মেশিনে পরিণত করা, ভাড়া করা ও মানহীন শিক্ষক দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ (বিওটি) নিয়ে জটিলতা, বিশ্ববিদ্যালয়কে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, ভিসি-কোষাধ্যক্ষ ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, বিওটি এবং সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন কমিটির বৈঠকের অ্যালাউন্সের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ লুট, দীর্ঘদিনেও স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়া, স্থায়ী সনদ লাভ না করা, গার্মেন্ট-জুতার দোকান-কাঁচাবাজারের ওপর ক্যাম্পাস স্থাপন,

অভিযান : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

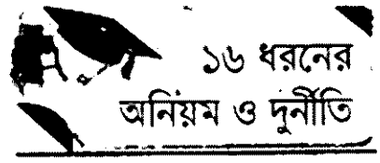

অভিযান : দুর্নীতি ধরতে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগে নীতিমালা অনুসরণ না করা, অবৈধ অর্থ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংরক্ষিত তহবিল গড়া আবার সংরক্ষিত তহবিল সরকারকে না জানিয়েই তুলে ফেলা, রহস্যজনক উৎস বিশেষ করে দেশের বাইরে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অর্থ সংগ্রহ ইত্যাদি। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক কার্যক্রমের বিশদ অনুসন্ধান চালানো হয়েছিল ২০০৩ সালে। ওই বছর ইউজিসি চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি অত্যন্ত ব্যাপক অনুসন্ধান চালায়। এরপর ওই কমিটি ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সুপারিশ করে। পরবর্তী সময়ে অবশ্য ওই কমিটির সুপারিশ রিভিউ করার জন্য একজন বিচারপতির নেতৃত্বে আরেকটি কমিটি হয়। সেই কমিটির সুপারিশে চূড়ান্তভাবে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়।

ইউজিসি সূত্র আরও জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে গঠিত এবারকার কমিটিও বিশদ অনুসন্ধান চালাবে। প্রাথমিকভাবে ৫০টি বিষয়ে খোঁজখবর নেবে একটি কমিটি। পরে আরেকটি কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সার্বিক মান পর্যালোচনা শেষে গ্রেডিং করে দেবে।

জানতে চাইলে ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আতফুল হাই শিবলি বলেন, প্রায় এক দশক পর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিংয়ের এই উদ্যোগ নেয়া হয়। তিনি বলেন, তারা প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে তথ্য ফরম দিয়ে তথ্য চাইবেন। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় ই-মেইলে এই সব তথ্য জানাবে। কেউ ভুল বা অসত্য তথ্য দিলে তাদের তলব করা হবে। প্রাথমিকভাবে তথ্য গ্রহণ শেষে তদারকি কমিটি প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সরেজমিন যাবে। তিনি বলেন, অনুসন্ধানে বড় ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনে বন্ধের সুপারিশ করা হবে। তবে এর আগে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হবে।

দায়িত্বশীল সূত্র জানায়, তদারকি এবং মানোন্নয়ন উভয় কমিটির আহ্বায়ক করা হয়েছে অধ্যাপক আতফুল হাই শিবলিকে। এছাড়া প্রথম কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক আকুল হাসেম, ইউজিসি সচিব ড. মোহাম্মদ খালেদ, অতিরিক্ত সচিব ফেরদৌস জামান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের জ্যেষ্ঠ উপসচিব। দ্বিতীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন— ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাব্বত খান, অপর সদস্য অধ্যাপক আখতার হোসেন, উপসচিব ফেরদৌস সারওয়ার প্রমুখ। সূত্র জানায়, চলতি মাসের শুরুতে কমিটি দুটি গঠন করা হয়।

৫০টি বিষয়ে তথ্য তলব : জানা গেছে, প্রত্যেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ইতিমধ্যে ৫০টি বিষয়ে তথ্য তলব করে পত্র দিয়েছে ইউজিসি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে— বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের অগ্রগতি, ২০১০ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদ, ইন্সটিটিউট, পাঠ্যক্রম কমিটি, অর্থ কমিটি, শিক্ষক নিয়োগ কমিটি, শৃংখলা কমিটি বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, ভিসি, প্রো-ভিসি, কোষাধ্যক্ষ, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ডিন বা পরিচালক, রেজিস্ট্রার, প্রক্টর, বিভাগীয় প্রধানসহ কর্মকর্তাবিষয়ক তথ্য, অনুষদ/ইন্সটিটিউট, বিভাগ, প্রোগ্রাম/কোর্স ইত্যাদি। অর্থাৎ অননুমোদিত কয়টি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়েছে। পূর্ণ ও খণ্ডকালীন শিক্ষকের তথ্য, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত থাকলে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম ও মূল প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েন আদেশ রয়েছে কিনা, শিক্ষকের মধ্যে কতজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক বা প্রভাষক, তাদের যোগ্যতা, পদভিত্তিক শিক্ষকদের বেতন স্কেল/মোট মাসুলা বেতন, পদভিত্তিক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন স্কেল/মোট বেতন, শিক্ষকদের পদোন্নতিসংক্রান্ত ইউজিসি নীতিমালা অনুসরণ করা হয় কিনা, শিক্ষকদের দক্ষতা মূল্যায়নে কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা, শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংক্রান্ত তথ্য, চাকরির প্রবিধানমালা রয়েছে কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োজিত শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করা হয় কিনা, আইনানুযায়ী নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে নিজস্ব ক্যাম্পাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব জমি ও অবকাঠামো, ভাড়াকৃত ভবন/ক্যাম্পাসের ঠিকানাসহ অবস্থান, নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে কম জমিতে/ফ্লোরে নিজস্ব অবকাঠামো, ইউজিসির অনুমোদিত ক্যাম্পাসের বাইরে কোনো ক্যাম্পাস রয়েছে কিনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের আয়তন, গ্রন্থাগারে একত্রে বসে কতজন, সর্বমোট বইয়ের সংখ্যা ইত্যাদি, গবেষণাগার সংক্রান্ত তথ্য, কম্পিউটারবিষয়ক প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী ও কম্পিউটারের সংখ্যা ও অনুপাত, বিভিন্ন প্রোগ্রাম/কোর্সের নাম ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, ফ্রি/বেতনে সংক্রান্ত তথ্য, বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ মাস্টার ক্লাস রুটিন, প্রজেক্টভিত্তি গৃহীত/প্রাপ্তব্য অর্থের বিস্তারিত হিসাব বিবরণী, কোন দেশ/সংস্থা/ব্যক্তির কাছে কোন [illegible]